সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪০৭
WEEKLY BOOKLET:407

হজ না করেও হজের সওয়াব

গরীবদের হজ ১৮
একশ হজের সওয়াব ১৯
প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে নেকী ২৩
দুই হজ ও দুই ওমরার সওয়াব ২৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হজ না করেও হজের সওয়াব

দোয়া-এ-আত্তার: ইয়া রব্বে মুস্তফা! যে ব্যক্তি এই রিসালা **'হজ না করেও হজের সওয়াব'** পাঠ করবে বা শুনবে, তাকে আপনার প্রিয়তম সর্বশেষ নবী, মাক্কী মাদানী মুহাম্মদ আরাবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ওসিলায় তার পিতামাতা ও সন্তানসন্ততিসহ প্রতি বছর হজে মাবরুর এবং মদিনার মকবুল যিয়ারতের সৌভাগ্য দান করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফরজ হজ আদায় করো, নিঃসন্দেহে এর প্রতিদান বিশটি গাযওয়াতে (ধর্মযুদ্ধে) অংশগ্রহণের চেয়েও বেশি এবং আমার উপর একবার দরুদে পাক পাঠ করা এর সমতুল্য। **(ফিরদাউসুল আখবার, ১/৩৩৯, হাদীস: ২৪৮৪)**

হার বরস হজ করুঁ, গিরদে কাবা ফিরুঁ
ইয়া শাহ-এ মুহতারাম, তাজদার-এ হারাম
তেরে আত্তার কা, হ্যায় ইয়ে আরমাঁ শাহা
নিকলে তাইবা মেঁ দম, তাজদার-এ হারাম

(ওয়াসায়েল-এ বখশিশ, পৃ. ২৪৭, ২৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হজ না করেও হাজী

হযরত রবি বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমরা দুই ভাই একটি কাফেলার সাথে হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। যখন 'কুফা'য় পৌঁছলাম, তখন আমি কিছু কেনাকাটার জন্য বাজারের দিকে বের হলাম। পথে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম যে, একটি নির্জন স্থানে একটি মৃত পশু পড়ে আছে এবং এক অত্যন্ত দরিদ্র মহিলা ছুরি দিয়ে তার মাংসের টুকরোগুলো কেটে কেটে একটি ঝুড়িতে রাখছিলেন। আমার মনে হলো, ইনি তো মৃত পশুর মাংস নিয়ে যাচ্ছেন, এ বিষয়ে চুপ থাকা উচিত নয়। হতে পারে ইনি কোনো পাচিকা, যিনি এই মাংস রান্না করে লোকদেরকে খাইয়ে দেবেন। আমি নীরবে তার পিছু নিলাম। সেই মহিলা একটি বাড়ির সামনে এসে থামলেন এবং দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো: কে? তিনি বললেন: খোলো! আমি সেই দুর্ভাগা। দরজা খুলল এবং ভেতর থেকে চারটি মেয়ে বেরিয়ে এলো, যাদের চেহারায় চরম দুর্দশা ও অসহায়ত্বের ছাপ স্পষ্ট ছিল। সেই মহিলা ভেতরে গিয়ে ঝুড়িটি মেয়েদের সামনে রাখলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন: "এটা রান্না করে নাও আর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করো। আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন, মানুষের অন্তর তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।" সেই মেয়েরা মাংস কেটে কেটে আগুনে ভুনতে লাগল। আমার হৃদয়ে গভীর দুঃখ অনুভূত হলো। আমি বাইরে থেকে আওয়াজ দিলাম: "হে আল্লাহর বান্দী! আল্লাহর ওয়াস্তে এটা খেয়ো না।" তিনি বললেন: তুমি কে? আমি বললাম: আমি একজন মুসাফির। তিনি বললেন: আমরা নিজেরাই তো ভাগ্যের হাতে বন্দি, তিন বছর ধরে আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার কেউ নেই, এখন তুমি

www.dawateislami.net

আমাদের কাছে কী চাও? আমি বললাম: অমুসলিমদের একটি সম্প্রদায় (যারা আগুনের পূজা করে) ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে মৃত পশুর মাংস খাওয়া জায়েজ নেই। তিনি বললেন: "আমরা নবুয়তের খান্দানের শরীফ (অর্থাৎ সৈয়দ), এই মেয়েদের পিতা অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এদেরকে নিজেদের সমকক্ষ কারো সাথেই বিবাহ দিতে চাইতেন, কিন্তু সেই সুযোগ আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি যে উত্তরাধিকার (অর্থাৎ সম্পত্তি) রেখে গিয়েছিলেন, তা শেষ হয়ে গেছে। আমরা জানি মৃত পশুর মাংস খাওয়া জায়েজ নয়, কিন্তু প্রাণনাশের আশঙ্কা অবস্থায় তা জায়েজ হয়ে যায় এবং আমাদের চারদিন ধরে উপবাস চলছে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে 'বাহারে শরীয়ত' ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩-এ উল্লেখিত এই দুটি মাসআলাও মনে রাখবেন:

মাসআলা ১: ইযতিরার অবস্থায় অর্থাৎ যখন প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে, তখন যদি হালাল খাবার পাওয়া না যায়, তাহলে হারাম বস্তু বা মৃত পশু অথবা অন্যের জিনিস খেয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করবে। এসব জিনিস খেয়ে ফেলার জন্য এই অবস্থায় কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না, বরং না খেয়ে মরে গেলে মুআখাযা হবে, যদিও পরের জিনিস খাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মাসআলা ২: পিপাসায় প্রাণনাশের আশঙ্কা হলে, কোনো কিছু পান করে নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ফরজ। পানি নেই এবং মদ উপস্থিত আছে, আর এটা জানা আছে যে, তা পান করলে প্রাণ বেঁচে যাবে, তাহলে ততটুকু পান করবে যতটুকুতে এই আশঙ্কা দূর হয়ে যায়।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৭৩, অংশ: ১৬)

www.dawateislami.net

(হযরত রবি বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন:) সৈয়দ বংশের এই বেদনাদায়ক অবস্থা শুনে আমার কান্না এসে গেল এবং আমি অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে সেখান থেকে ফিরে এলাম। আমি ভাইয়ের কাছে এসে বললাম যে, আমার হজের ইচ্ছা নেই। তিনি আমাকে অনেক বোঝালেন এবং হজের ফযিলত বর্ণনা করলেন যে, হাজী এমন অবস্থায় ফিরে আসে যে, তার উপর কোনো গুনাহ থাকে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভাইয়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমি আমার কাপড়, ইহরামের চাদর এবং আমার সাথে যা কিছু মালপত্র ছিল, যার মধ্যে ছয়শত দিরহাম নগদ অর্থও ছিল, সব নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাজার থেকে ১০০ দিরহামের আটা এবং ১০০ দিরহামের কাপড় কিনলাম আর বাকি ৪০০ দিরহাম আটার মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর সৈয়দ পরিবারের বাড়িতে পৌঁছে সমস্ত মালপত্র, কাপড় এবং আটা ইত্যাদি তাদের পেশ করলাম। সেই মহিলা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলেন এবং এভাবে দোয়া দিলেন: "হে ইবনে সুলাইমান! আল্লাহ পাক তোমার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করুন এবং তোমাকে হজের সওয়াব ও নিজ জান্নাতে স্থান দান করুন। আর এর এমন প্রতিদান দান করুন যা তোমার উপরও প্রকাশ পায়।" সবচেয়ে বড় মেয়েটি দোয়া দিল: "আল্লাহ পাক তোমার প্রতিদান দ্বিগুণ (অর্থাৎ ডাবল) করুন এবং তোমার গুনাহ মাফ করুন।" দ্বিতীয়জন এভাবে দোয়া দিল: "আল্লাহ পাক তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশি দান করুন, যতটুকু তুমি আমাদের দিয়েছ।" তৃতীয়জন দোয়া দিতে গিয়ে বলল: "আল্লাহ পাক আমাদের নানাজান রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে তোমার হাশর করুন।" চতুর্থজন, যে সবার ছোট ছিল, সে

www.dawateislami.net

এভাবে দোয়া দিল: "হে আল্লাহ পাক! যে আমাদের উপর ইহসান করেছে, তুমি তাকে এর উত্তম প্রতিদান শীঘ্রই দান করো এবং তার পূর্বের ও পরের গুনাহ মাফ করে দাও।"

হাজীদের কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল এবং আমি তাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় কুফাতেই বাধ্য হয়ে পড়ে রইলাম। অবশেষে হাজীদের প্রত্যাবর্তন শুরু হলো। যেই মুহূর্তে হাজীদের একটি কাফেলা আমার চোখের সামনে এলো, আমার হজের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমি তাদের থেকে দোয়া নেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। যখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমি বললাম: "আল্লাহ পাক আপনাদের হজ কবুল করুন এবং আপনাদের খরচের উত্তম প্রতিদান দান করুন।" তাদের মধ্যে একজন হাজী আশ্চর্য হয়ে বললেন, এটা কেমন দোয়া? আমি বললাম: "এমন এক দুঃখিত ব্যক্তির দোয়া, যে দরজায় পৌঁছেও উপস্থিতির সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।" তিনি বলতে লাগলেন: বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, আপনি সেখানে যাওয়া অস্বীকার করছেন! আপনি কি আমাদের সাথে আরাফাতের ময়দানে ছিলেন না? আপনি কি আমাদের সাথে শয়তানকে কঙ্কর মারেননি? আর আপনি কি আমাদের সাথে তাওয়াফ করেননি? আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া। ইতোমধ্যে আমার শহরের হাজীদের কাফেলাও এসে পৌঁছাল। আমি তাদেরও বললাম যে, "আল্লাহ পাক আপনাদের মতো ভাগ্যবানদের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আপনাদের হজ কবুল করুন।" তারাও আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল: আপনার কী হয়েছে! এই অপরিচিত ভাব কেন! আপনি কি আরাফাতে

www.dawateislami.net

আমাদের সাথে ছিলেন না? আমরা কি মিলেমিশে শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করিনি? তাদের মধ্যে একজন হাজী সাহেব এগিয়ে এলেন এবং আমার কাছে এসে বলতে লাগলেন যে, ভাই! অপরিচিত কেন হচ্ছেন? আমরা মক্কা-মদিনায় একসাথেই তো ছিলাম! এই দেখুন! যখন আমরা রওজায়ে রাসূলের যিয়ারত করে বাবে জিবরীল দিয়ে বাইরে আসছিলাম, তখন ভীড়ের কারণে আপনি এই থলেটি আমাকে আমানত হিসেবে দিয়েছিলেন, যার মোহরে লেখা আছে: مَنْ عَامَلَنَا رَبِحَ অর্থাৎ "যে আমাদের সাথে লেনদেন করে, সে লাভবান হয়।" এই নিন আপনার থলে!

হযরত রবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! আমি সেই থলেটি এর আগে কখনো দেখিওনি। যাইহোক, আমি থলেটি নিলাম। এশার নামায পড়ে নিজের ওযীফা পূর্ণ করলাম এবং শুয়ে পড়লাম আর ভাবতে লাগলাম যে, আসল ঘটনাটা কী! এই সময়ে আমার ঘুম এসে গেল। আমার বাহ্যিক চোখ তো বন্ধ হলো, কিন্তু অন্তরের চোখ খুলে গেল, اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমি স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দর্শন দ্বারা ধন্য হলাম। আমি আমার মাক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খেদমতে সালাম আরজ করলাম এবং মোবারক কদম চুম্বন করলাম। শাহে খাইরুল আনাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হেসে সালামের জবাব দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে রবি! আমরা কত সাক্ষী উপস্থাপন করব আর তুমি তো কবুলই করছ না। শোনো! আসল কথা হলো, যখন তুমি সেই মহিলার উপর, যে আমার আওলাদের (বংশধরদের) মধ্যে ছিল, ইহসান করলে এবং নিজের সফরের পাথেয় উৎসর্গ করে নিজের হজ বাতিল করে দিলে, তখন আমি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছিলাম যেন তিনি এর উত্তম

www.dawateislami.net

প্রতিদান তোমাকে দান করেন। তখন আল্লাহ পাক তোমার আকৃতির একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন এবং হুকুম দিলেন যে, সে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতি বছর তোমার পক্ষ থেকে হজ করবে। এছাড়াও দুনিয়ায় তোমাকে এই প্রতিদান দেওয়া হলো যে, ৬০০ দিরহামের বিনিময়ে ৬০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করা হলো। তুমি নিজের চোখ শীতল রাখো।" আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুনরায় থলের মোহরে লেখা মোবারক শব্দগুলো ইরশাদ করলেন: "مَنْ عَامَلَنَا رَبِحَ" অর্থাৎ যে আমাদের সাথে লেনদেন করে, সে লাভবান হয়। হযরত রবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম এবং সেই থলেটি খুললাম, তখন তাতে ৬০০ স্বর্ণমুদ্রা ছিল। **(রিশতুস সাদী, পৃ. ২৫৩)**

আল্লাহ রব্বুল ইযযতের তাদের উপর রহমত হোক এবং তাদের ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরে কদমোঁ কা তাবাররুক ইয়াদে বাইযায়ে কলিম
তেরে হাথোঁ কা দিয়া ফযল-এ মাসীহাই হ্যায়

(যওক-এ নাত, পৃ. ২৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বহু হজ গমনেচ্ছু এই বছর হজের সফরের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু পরিস্থিতি কী বার্তা দেয় তা অজানা। অনেক যাত্রী হজের খরচ জমা করে দিয়েছেন এবং ভাগ্যবানদের নামও লটারিতে এসে গেছে, এমনকি ফ্লাইটের তারিখও এসে গেছে, কিন্তু জানা নেই এই বছর

www.dawateislami.net

কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির হজে বাইতুল্লাহ ও মদিনার যিয়ারতের সুন্দর স্বপ্ন পূরণ হবে, কারণ জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ পাক আমাদের সকলের উপর তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ করুক, বারবার হজ ও ওমরার সৌভাগ্য নসীব করুক এবং অবশেষে সবুজ সবুজ গম্বুজের ছায়ায়, মাহবূব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নূরানী জলওয়ায় ঈমান ও আফিয়াতের সাথে শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর প্রিয় মাহবূব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যমানা হজ কা হ্যায় জলওয়া দিয়া হ্যায় শাহিদ-এ গুল কো
ইলাহী তাকত-এ পরওয়ায দে পরহা-এ বুলবুল কো

(হাদায়েক-এ বখশিশ, পৃ. ১২২)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া আল্লাহ পাক! হজের সময় এসে গেছে এবং আপনার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নূরানী জলওয়া প্রকাশিত হয়েছে। হে আমার মাওলা! আমাকে সৌভাগ্য দিন যেন আমি আপনার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দয়াপূর্ণ দরবারে উপস্থিত হতে পারি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভিন্ন বর্ণনায় এমন অনেক "নেক আমল"-এর উল্লেখ রয়েছে, যা সম্পাদনকারীর উপর আল্লাহ পাকের রহমতে "হজের সওয়াব" অর্জিত হয়। যে সকল আশিকানে রাসূল এই বছর হজের সফরের আশা নিয়ে বসে আছেন, তারাও এবং যাদের মদিনায় উপস্থিতির সামর্থ্য নেই, তারাও চেষ্টা করে এই নেক কাজগুলোর উপর আমল করে নিজ নিজ দেশে থেকেই হজের সওয়াব অর্জন করতে

www.dawateislami.net

পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন! হজ আদায় করা এক বিষয়, আর হজের সওয়াব পাওয়া অন্য বিষয়। যে মুসলমানের উপর হজ ফরজ হয়ে গেছে, তাকে তো ফরজ হজ আদায় করতেই হবে। বর্ণিত নেক আমলগুলো এই ফযিলত ও বরকত হাসিলের জন্য। এছাড়াও, একভাবে এটি এমন গরীব, দুঃখী, ব্যথিতদের জন্য উত্তম উপহার, যারা বাহ্যিকভাবে হজে যেতে পারছেন না। যদিও হজ সারা জীবনে সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর শর্তসাপেক্ষে একবারই ফরজ।

(১) ৭৫ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে ছায়া

শাহানশাহে মদিনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মহান ফরমান: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য যায়, আল্লাহ পাক ৭৫ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে তার উপর ছায়া দান করেন, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রহমতের ছায়ায় আবৃত থাকে এবং যখন কাজ শেষ হয়, তখন আল্লাহ পাক তার জন্য হজ ও ওমরার সওয়াব লিখে দেন। **(মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/৩৫৪, হাদীস: ১৩৭২৫)**

(২) প্রয়োজনের সময় সদকা করা

বাহারে শরীয়ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১৬-তে আছে: প্রয়োজনের সময় "সদকা" করা (নফল) হজের চেয়ে উত্তম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল বহু মানুষ পরিস্থিতির কারণে পেরেশান। হতে পারে আপনার আশেপাশে নানা ধরনের সাদাসিধে ব্যক্তিরাও বসবাস করছেন, যারা পেশাদার ভিক্ষুকের মতো রাস্তায় এসে

www.dawateislami.net

ভিক্ষা চান না, কিংবা রেশন ইত্যাদির লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন নেন না। যদি আপনি নিজের পরিবার, মহল্লা এবং শহরে খোঁজ করেন, তাহলে এমন অভাবী মানুষ পেয়ে যাবেন। সম্ভব হলে, এমন ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য আপনি তাদের মাসিক খরচের ব্যবস্থা করে দিন। কারো ঋণ পরিশোধ করে বা মাফ করে তার অন্তরে প্রশান্তি পৌঁছান, তাহলে আল্লাহ পাকের রহমতে আপনার নফল হজের চেয়েও বেশি সওয়াব লাভ হওয়া অসম্ভব নয়।

হর তরফ সে বালাও নে ঘেরা
আফতোঁ নে লাগায়া হ্যায় ডেরা
তু হি আব মেরা হাজত রওয়া হ্যায়
ইয়া খোদা তুঝসে মেরী দুআ হ্যায়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) মকবুল হজের সওয়াব অর্জনকারী কাজ

আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন সন্তান তার মাতা-পিতার দিকে রহমতের নজরে তাকায়, তখন আল্লাহ পাক তার জন্য প্রতিটি নজরের বিনিময়ে মাবরুর হজ (অর্থাৎ মকবুল হজ) -এর সওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: যদিও দিনে একশ বার তাকায়! তিনি বললেন: نَعَمْ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ অর্থাৎ হ্যাঁ, আল্লাহ সবচেয়ে মহান এবং আতিয়াব (অর্থাৎ সবচেয়ে পবিত্র)। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাকে ১০০ মকবুল হজের সওয়াব দান করবেন।

(শুআবুল ঈমান, ৬/১৮৬, হাদীস: ৭৮৫৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয়ই মাতা-পিতার মর্যাদা অনেক বড়। তাদের দোয়া সন্তানের জন্য কবুল হয়। শুধু তাদের খুশি রাখুন, অনেক খেদমত করে তাদের দোয়া নিন। তাদের খুশি ঈমানের নিরাপত্তা এবং তাদের অসন্তুষ্টি ঈমানের ধ্বংস-এর কারণ হতে পারে। মাতা-পিতার আজ্ঞাবহ সন্তান সর্বদা উন্নতি লাভ করে এবং সুখী ও সমৃদ্ধ থাকে। দুনিয়ায় যেখানেই থাকুক, নিজের মাতা-পিতার দোয়ার ফয়েজ (কল্যাণ) লাভ করে।

মশগুল জো রহতা হ্যায়, মাঁ-বাপ কী খিদমত মেঁ
আল্লাহ কী রহমত সে, যাতা হ্যায় ওহ জান্নাত মেঁ
মাঁ-বাপ কো ঈযা জো, দেতা হ্যায় শরারত সে
যাতা হ্যায় ওহ দোযখ মেঁ, আ'মাল কী শামাত সে

মাকে একা ফেলে যাওয়া ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

এক ব্যক্তির মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। তা সত্ত্বেও অপদার্থ ছেলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করল এবং বেচারীকে একা ফেলে দিল আর সেই অসহায় মহিলা এই নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই ইন্তেকাল করলেন। সময় বয়ে গেল। ৩০ বছর পর সেই "অপদার্থ ছেলের" আমাশয় শুরু হলো এবং সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। হাতের করা কাজ এভাবে সামনে এলো যে, সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শোনা গেল: "আমার তিন ছেলে, কিন্তু তারা আমার একেবারেই তোয়াক্কা করে না। আমি বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু একবারও দেখতে আসেনি।" অবশেষে সে তার মায়ের মতো রাতেই একা মারা গেল। সকালে মহল্লার

www.dawateislami.net

লোকেরা দেখল যে, একাকী লাশের উপর পিঁপড়েরা জড়ো হয়েছে এবং তাকে কাটছে। **(নেকী কী দাওয়াত, পৃ. ৪৩৪)**

দিল দুখানা ছোড় দেঁ মাঁ-বাপ কা
ওরনা হ্যায় ইস মেঁ খাসারা আপ কা

(ওয়াসায়েল-এ বখশিশ, পৃ. ৭১৩)

সত্যিই সেই ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান, যে মাতা-পিতাকে খুশি রাখে এবং যে দুর্ভাগা মাতা-পিতাকে অসন্তুষ্ট করে, তার জন্য ধ্বংস রয়েছে। এটা বাস্তব যে, মাতা-পিতাকে কষ্টদানকারী দুনিয়াতেও শাস্তি পায়। ফরমান-এ-মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: আল্লাহ পাক চাইলে সব গুনাহের শাস্তি কিয়ামতের জন্য উঠিয়ে রাখতেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যতার শাস্তি জীবিত অবস্থাতেই পৌঁছান। **(মুসতাদরাক, ৫/২১৬, হাদীস: ৭৩৪৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমার আপনাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ পরামর্শ: যদি আপনার মাতা-পিতা বা তাদের মধ্যে কোনো একজন অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে অবিলম্বে হাত জোড় করে, পা ধরে এবং কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চেয়ে মীমাংসার ব্যবস্থা করে নিন। তাদের বৈধ দাবিগুলো পূরণ করে দিন, কারণ এতেই উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত। সে কত দুর্ভাগা, যার মাতা-পিতা অসন্তুষ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে গেছেন! তার উচিত এখন তাদের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া-এ-মাগফিরাত করা, কারণ মৃত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হলো দোয়া-এ-মাগফিরাত এবং তাদের জন্য অনেক অনেক ঈসালে সওয়াবও করা। সন্তানের পক্ষ

www.dawateislami.net

থেকে ক্রমাগত নেকীর উপহার (Gifts) পৌঁছাতে থাকলে আশা করা যায় যে, মরহুম মাতা-পিতা রাজি হয়ে যাবেন। যেমন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কারো মাতা-পিতা উভয়ে বা একজন ইন্তেকাল করেছেন এবং সে তাদের অবাধ্যতা করত, এখন তাদের জন্য সবসময় ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, এমনকি আল্লাহ তাকে নেককারদের মধ্যে লিখে দেন।"

(শুআবুল ঈমান, ৬/২০২, হাদীস: ৭৯০২)

সম্ভব হলে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা ইত্যাদি সাধ্যমতো নিয়ে ঈসালে সওয়াবের নিয়তে বিতরণ করুন। যদি ঈসালে সওয়াবের জন্য মাতা-পিতা ইত্যাদির নাম এবং নিজের ঠিকানা রিসালা বা কিতাবে ছাপাতে চান, তাহলে মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করুন। (পিতা-মাতার খেদমত সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের রিসালা 'সমুদ্রী গুম্বাদ' দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট থেকে ফ্রি ডাউনলোড করতে পারেন।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) মকবুল হজের সওয়াব

হে আশিকানে রাসূল! যাদের পিতা-মাতা বা উভয়ের মধ্যে কেউ একজন মৃত্যুবরণ করেছেন, তার মনে হতে পারে যে, এখন আমি কীভাবে হজের সওয়াব অর্জন করতে পারব? তো শুনুন, সেও মকবুল হজের সওয়াব অর্জন করতে পারে। যেমন, মদিনা মুনাওয়ারার তাজদার, মক্কা মুকাররামার সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে তার পিতা-মাতা উভয়ের বা একজনের কবর যিয়ারত

www.dawateislami.net

করে, সে মকবুল হজের সমান সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে তাদের কবর যিয়ারত করে, ফেরেশতারা তার কবরের (অর্থাৎ যখন সে মৃত্যুবরণ করবে) যিয়ারত করতে আসবে।

(নাওয়াদিরুল উসূল, ১/১৫০, হাদীস: ৯৮)

যাদের পিতা-মাতা বা তাদের মধ্যে কেউ একজন মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের উচিত (মরহুম পিতা-মাতার) প্রতি গাফিলতি না করা, তাদের কবরেও হাজিরা দেওয়া এবং ঈসালে সওয়াবও করতে থাকা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) হজ্বের সওয়াব লাভের আরেকটি আমল

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি পবিত্রতা (অর্থাৎ ওযু বা গোসল) করে নিজের ঘর থেকে ফরজ নামাযের জন্য বের হলো, তার প্রতিদান এমন যেন হজকারী ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির ন্যায়। আর যে ব্যক্তি চাশতের (নামাযের) জন্য বের হলো, তার প্রতিদান ওমরাকারীর ন্যায়। এবং এক নামায থেকে অন্য নামায পর্যন্ত, যার মাঝখানে কোনো অনর্থক কাজ না থাকে, তা ইল্লিয়্যিনে লেখা হয় (অর্থাৎ কবুলিয়াতের স্তরে পৌঁছে)। **(আবু দাউদ, ১/২৩১, হাদীস: ৫৫৮) (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৩৮, অংশ: ৩)**

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাদীসে পাকের এই অংশ (যে ব্যক্তি পবিত্রতা (অর্থাৎ ওযু বা গোসল) করে নিজের ঘর থেকে ফরজ নামাযের জন্য বের হলো, তার প্রতিদান এমন যেন হজকারী ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির ন্যায়)-এর অধীনে ‘মিরাত’ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৯-এ বলেন: কারণ হাজী কাবায় যায় আর এ ব্যক্তি মসজিদে যায়, এ দুটিই আল্লাহর

www.dawateislami.net

ঘর। হাজী হজের ইহরাম বাঁধে আর এ ব্যক্তি নামাযের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়। আর যেমন হজ বিশেষ তারিখে হয়, কিন্তু হাজী ঘর থেকে বের হওয়া থেকে ফেরা পর্যন্ত সর্বক্ষণ সওয়াব পায়, তেমনই নামাযের জামাআত যদিও বিশেষ সময়ে হবে, কিন্তু নামাযী ব্যক্তি বের হওয়া থেকে ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর রহমতেই থাকে। আরও ইরশাদ করেন: খেয়াল রাখবেন যে, চাশতের নামায এবং অন্যান্য নফল নামায যদিও ঘরে পড়া উত্তম, কিন্তু যদি ঘরের কাজ ও বাচ্চাদের শোরগোলের কারণে মসজিদে পড়ে, তাহলেও ভালো, এখানে এটাই উদ্দেশ্য। **(মিরাতুল মানাজীহ, ১/৪৪৯)**

মেঁ সাথ জামাআত কে পড়ুঁ সারী নামাজেঁ
আল্লাহ! ইবাদত মেঁ মেরে দিল কো লাগা দে
পড়তা রহুঁ কাসরত সে দুরূদ উন পে সদা মেঁ
আওর যিকর কা ভী শওক পায়ে গাওস ওয়া রযা দে
উস্তাদ হোঁ, মাঁ বাপ হোঁ, আত্তার ভী হো সাথ
ইয়ুঁ হজ কো চলেঁ আওর মদিনা ভী দিখা দে

(ওয়াসায়েল-এ বখশিশ, পৃ. ১১৪, ১১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) দ্বীনি ইলম অর্জনের ফযিলত

আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকালে মসজিদের দিকে কল্যাণ শিখতে বা শেখানোর উদ্দেশ্যে যাবে, তাকে পূর্ণাঙ্গ হজকারীর সওয়াব দেওয়া হবে। **(মু'জামুল কাবীর, ৮/৯৪, হাদীস: ৭৪৭৩)**

سُبْحٰنَ الله! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো "ফজরের পর তাফসীর

www.dawateislami.net

শোনা ও শোনানোর হালকা " লাগানো। এর মধ্যে কুরআন কারীমের তাফসীর, দরসে ফয়যানে সুন্নাত এবং সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া রযভীয়া আত্তারিয়ার বুজুর্গদের ওসিলায় দোয়া করা অর্থাৎ শাজারাহ শরীফ পাঠ করাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্বীনি ইলম শিখতে বা শেখানোর জন্য এই মাদানী হালকা লাগানোর বা এতে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য যে আশিকানে রাসূল লাভ করবেন, আল্লাহ পাকের রহমতে আশা করা যায় যে, তাদের পূর্ণাঙ্গ হজকারীর সওয়াব দান করা হবে। (দুআয়ে আত্তার শুনুন এবং দ্বীনি কাজ করতে থাকুন:)

জো দে রোয দো "দরস-এ ফয়যান-এ সুন্নাত"
মেঁ দেতা হুঁ উসকো দুআ-এ মদিনা
জো নেকী কী দাওয়াত কী ধূমেঁ মাচায়ে
মেঁ দেতা হুঁ উসকো দুআ-এ মদিনা
ইয়ে আত্তার মক্কে সে যিন্দা সালামত
তড়পতা হুয়া কাশ আয়ে মদিনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) সূরা ইয়াসীন শরীফের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি নয়, বিশটি হজের সওয়াব অর্জনকারী নেক আমল শুনুন এবং এর উপর আমল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। যেমন, মুসলমানদের চতুর্থ খলীফা, হযরত আলীউল মুর্তাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তার জন্য ২০টি

www.dawateislami.net

হজের সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এটি লিখে পান করবে, তার পেটে এক হাজার ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও এক হাজার রহমত প্রবেশ করা হবে এবং তার থেকে সকল প্রকার খুঁত ও রোগ বের হয়ে যাবে।

(হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭/১৫৪, হাদীস: ৯৯৮৯)

ইলাহী খুব দে দে শওক কুরআঁ কী তিলাওয়াত কা
শারাফ দে গুম্বদ-এ খযরা কে সায়ে মেঁ শাহাদাত কা

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ

মক্কা মুকাররামার সরদার, মদিনা মুনাওয়ারার সরকার, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তাওরাতে সূরা ইয়াসীনের নাম مُعِمَّه (মুয়িম্মাহ), কারণ এটি তার তিলাওয়াতকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করে। এটি দুনিয়া ও আখেরাতের বালা-মুসিবত দূর করে এবং আখেরাতের ভয়াবহতা থেকে নাজাত দেয়। আর এর নাম دَافِعة (দাফিয়াহ) ও قَاضِية (কাযিয়াহ)ও, কারণ এটি তার তিলাওয়াতকারীর থেকে সকল মন্দ দূর করে দেয় এবং তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে। যে ব্যক্তি এর তিলাওয়াত করে, এটি তার জন্য ২০টি হজের সমান। আর যে এটি শোনে, তার জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় এক হাজার দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করার সমান। আর যে এটি লিখে অতঃপর পান করে, তার পেটে হাজার দাওয়া (ঔষধ), হাজার নূর, হাজার ইয়াকীন, হাজার বরকত এবং হাজার রহমত দাখিল হবে এবং এর থেকে সকল ধোঁকা ও রোগ বের করে দেবে। **(শুআবুল ঈমান, ২/৪৮১, হাদীস: ২৪৬৫)**

www.dawateislami.net

হর রোয মেঁ কুরআন পড়ুঁ কাশ খোদায়া
আল্লাহ! তিলাওয়াত মেঁ মেরে দিল কো লাগা দে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) গরীবদের হজ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, সরকারে দু'আলম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِيْن অর্থাৎ "জুমার নামায মিসকীনদের হজ।" এবং অন্য বর্ণনায় আছে যে, اَلْجُمُعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاء অর্থাৎ "জুমার নামায গরীবদের হজ।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) একটি হজ ও একটি ওমরা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য প্রত্যেক জুমার দিনে একটি হজ ও একটি ওমরা বিদ্যমান। সুতরাং, জুমার নামাযের জন্য দ্রুত বের হওয়া হজ এবং জুমার নামাযের পর আসরের নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ওমরা।"

(আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, ৩/৩৪২, হাদীস: ৫৯৫০)

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (জুমার নামাযের পর) আসরের নামায পড়া পর্যন্ত মসজিদেই থাকবে এবং যদি মাগরিবের নামায পর্যন্ত থাকে, তাহলে উত্তম। বলা হয় যে, যে ব্যক্তি জামে মসজিদে (জুমা আদায় করার পর সেখানেই থেকে) আসরের নামায পড়ল, তার জন্য হজের সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি

www.dawateislami.net

(সেখানেই থেকে) মাগরিবের নামায পড়ল, তার জন্য হজ ও ওমরার সওয়াব রয়েছে। **(ইহইয়াউল উলূম, ১/২৪৯)** (যে মসজিদে জুমা পড়া হয়, তাকে "জামে মসজিদ" বলে।) জুমার নামায আদায় করার পর উত্তম হলো আল্লাহ পাকের যিকির করতে করতে, তাঁর নিয়ামতসমূহের প্রতি চিন্তাভাবনা করতে করতে, এই তৌফিকের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে করতে এবং নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি-এর কারণে ভয় পেতে পেতে ঘরের দিকে ফেরা। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিজের অন্তর ও যবানের নজরদারি করা, যাতে এর থেকে ফযিলতপূর্ণ সময় (মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে দোয়া কবুলের মোবারক মুহূর্ত) হাতছাড়া না হয়ে যায়। **(ইহইয়াউল উলূম, ১/২৪৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) একশ হজের সওয়াব

আল্লাহ কারীমের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সকালে একশ বার سُبْحَانَ الله পড়ে এবং একশ বার সন্ধ্যায়, সে তার মতো হবে যে একশ হজ করেছে। **(তিরমিযী, ৫/২৮৮, হাদীস: ৩৪২২)**

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের অধীনে বলেন: দিনের শুরুতে একশ বার سُبْحَانَ الله বলবে এবং রাতের শুরুতে একশ বার, তাহলে সে নফল একশ হজের সমান সওয়াব পাবে। এখানে সাহেবে মিরকাত বলেছেন যে, তাসবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য মন উপস্থিত রেখে মনোযোগের সাথে তাসবীহ পাঠ করা এবং হজ দ্বারা উদ্দেশ্য সেইসব হজ যা উদাসীনতার সাথে করা হয়। মানে হলো, আন্তরিক মনোযোগ-এর সাথে সহজ নেকী উদাসীনতা-এর কঠিন আমল থেকে উত্তম হয়। খেয়াল

www.dawateislami.net

রাখবেন যে, হজের সওয়াব পাওয়া এক বিষয় আর হজের সম্পাদন অন্য বিষয়। এখানে সওয়াবের উল্লেখ আছে, হজের সম্পাদনের নয়। যেমন ডাক্তারগণ বলেন যে, একটি গরম করা কিসমিসে- একটি রুটির শক্তি থাকে, কিন্তু পেট রুটি দ্বারাই ভরে। কোনো ব্যক্তি দুই বেলা তিনটি করে কিসমিস খেয়ে জীবন কাটাতে পারে না। বাস্তবিকই এই তাসবীহগুলোতে এতই সওয়াব আছে, কিন্তু হজ আদায় করার দ্বারাই হবে। যে রব বাজরার একটি দানা থেকে সাতটি শীষ দিতে পারেন, যার দানা আমাদের গণনার বাইরে, সেই রব তাসবীহগুলোর উপর এত সওয়াবও দিতে পারেন। এই ধরনের সওয়াবের ওয়াদা কুরআন কারীমেও করা হয়েছে (এবং) এই ধরনের হাদীস ও আয়াতগুলোকে অতিরঞ্জন বা মিথ্যা মনে করা ধর্মহীনতা। রব তাআলার দান করা আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে, তাঁকে বাধা দেওয়ার কে আছে? **(মিরাতুল মানাজীহ, ৩/৩৪৬)**

কর মাগফিরাত মেরী তেরী রহমত কে সামনে
মেরে গুনাহ ইয়া খোদা হ্যাঁ কিস শুমার মেঁ

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি কুরবান যে, সামান্য পরিশ্রমে এত বিশাল সওয়াব দান করেন! যদি আমরা উদাসীনতা-এর শিকার থেকে জেগে উঠতাম এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হতাম!

রিয়াযত কে ইয়েহি দিন হ্যাঁ বুড়াপে মেঁ কাহাঁ হিম্মত
জো কুছ করনা হ্যায় আব করলো আভী নূরী জওয়াঁ তুম হো

(ওয়াসায়েল-এ বখশিশ, পৃ. ১৬০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১১) যমীন ও আসমানের চাবিসমূহ

মুসলমানদের তৃতীয় খলীফা, হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পারা ২৪, সূরা যুমার, আয়াত নম্বর ৬৩-এর এই অংশ ﴿لَهٗ مَقَالِيۡدُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ﴾ (কানযুল ঈমান: "তাঁরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের কুঞ্জিসমূহ (অর্থাৎ চাবিসমূহ, Keys)) -এর তাফসীর মাক্কী মাদানী আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি আমার কাছে যে জিনিসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছ, এ ব্যাপারে তোমার আগে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। আর এর তাফসীর হচ্ছে এই কালিমাগুলো:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكۡبَرُ سُبۡحَانَ اللّٰهِ الۡعَظِيۡمِ وَ بِحَمۡدِهٖ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَ اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰهَ الۡاَوَّلَ وَالۡاٰخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالۡبَاطِنَ، لَهُ الۡمُلۡكُ وَلَهُ الۡحَمۡدُ، بِيَدِهِ الۡخَيۡرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیۡءٍ قَدِيۡرٌ

(অতঃপর ইরশাদ করলেন) যে ব্যক্তি এই কালিমাগুলো সকাল ও সন্ধ্যায় ১০ বার পাঠ করবে, তাকে ৬টি ফযিলত দ্বারা ভূষিত করা হবে: (১) তাকে শয়তান ও তার সৈন্যবাহিনী থেকে সুরক্ষিত করে দেওয়া হবে। (২) তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (৩) জান্নাতে তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। (৪) আল্লাহ পাক তার বিবাহ বড় চোখবিশিষ্ট হুর-এর সাথে করিয়ে দেবেন। (৫) তার কাছে বারোজন ফেরেশতা উপস্থিত হবেন এবং (৬) তাকে হজ ও ওমরার সওয়াব দেওয়া হবে।" **(কুতুল কুলুব, ১/২৪০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১২) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব স্থাপনকারী দুজন ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষাৎ হলো। একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কোথা থেকে আসছেন? দ্বিতীয়জন বললেন: আমি আল্লাহ পাকের মহিমাময় ঘর কাবাতুল্লাহ শরীফ-এর হজ এবং রাসূল করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র রওযা পাকের যিয়ারত করে আসছি। আর আপনি কোথা থেকে আসছেন? প্রথমজন জানালেন: নিজের এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে আসছি, যার সাথে আমি আল্লাহ পাকের জন্য ভালোবাসা পোষণ করি। দ্বিতীয়জন বলতে লাগলেন: আপনি কি আমাকে আপনার সাক্ষাতের ফযিলত (প্রতিদান ও সওয়াব) উপহার হিসেবে দেবেন, যাতে আমি আমার হজের সওয়াব আপনাকে উপহার হিসেবে দিতে পারি? একথা শুনে প্রথম ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য চিন্তায় পড়ে গেলেন। ইতোমধ্যে কেউ অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিল, আহ্বানকারীকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সে বলছিল: আল্লাহ পাকের জন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা আল্লাহর দরবারে ১০০ হজ থেকে উত্তম, শুধুমাত্র ফরজ হজ ব্যতীত।

(কিতাবুন নিয়্যাত, পৃ. ৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) শনিবারের নফল নামায

প্রিয় আকা, মদিনাওয়ালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি শনিবার দিনে চার রাকাত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে, সালাম

www.dawateislami.net

ফেরানোর পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে তার জন্য একটি হজ ও ওমরার সওয়াব লিখবেন, প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে এক বছরের রোযা ও রাতের কিয়ামের সওয়াব বাড়াবেন, প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে একজন শহীদের সওয়াব দান করবেন এবং (কিয়ামতের দিন) সে নবীগণ ও শহীদদের সাথে আরশে ইলাহীর ছায়ায় থাকবে।" **(ইহইয়াউল উলূম, ১/২৬৭; কুতুল কুলূব, ১/৬৩)**

হর ওয়াক্ত যাঁহা সে কে উনহেঁ দেখ সাকুঁ মেঁ
জান্নাত মেঁ মুঝে অ্যাইসি জাগা পেয়ারে খোদা দে

(ওয়াসায়েল-এ বখশিশ, পৃ. ১২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) মাগরিবের নামায জামাআত সহকারে

নবীর খাদেম হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, সরকারে মদিনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায জামাআতের সাথে আদায় করল, তার জন্য মকবুল হজ ও ওমরার সওয়াব লেখা হবে এবং সে এমন যেন (অর্থাৎ যেমন) সে শবে কদরে কিয়াম করেছে। **(জামউল জাওয়ামে', ৭/১৯৫, হাদীস: ২২৩১১)**

(১৫) প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে নেকী

নবীগণের সুলতান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের নামায সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করল, অতঃপর সেই মসজিদের দিকে চলল যেখানে নামায পড়া হয়, তাহলে

www.dawateislami.net

প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে তাকে একটি নেকী দেওয়া হয় এবং একটি গুনাহ মুছে দেওয়া হয়, যখন নেকীর প্রতিদান দশগুণ হয়। আর যখন সে নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের সময় ফিরে আসে, তখন তার শরীরে বিদ্যমান প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি নেকী লেখা হয় এবং সে একটি মাবরুর (অর্থাৎ মকবুল) হজের সওয়াব পেয়ে ফিরে আসে। কিন্তু যদি সে সেখানেই বসে থাকে এবং নফল পড়তে থাকে, তাহলে তার প্রত্যেক জলসার (বসার) বিনিময়ে দশ লক্ষ নেকী লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি এশার নামায আদায় করে, তার জন্যেও এত নেকী লেখা হয়, কিন্তু সে ওমরা ও মাবরুর হজের সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। **(কূতুল কুলূব, ১/১৮১)**

(১৬) হজে মাবরুর

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সাইয়্যেদুনা উসমান বিন মাযউন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: হে উসমান! যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকে, তার জন্য হজে মাবরুর এবং মকবুল ওমরার সওয়াব রয়েছে।

(শুআবুল ঈমান, ৭/১৩৮, হাদীস: ৯৭৬২)

(১৭) হজ ও ওমরার সওয়াব অর্জনের আরেকটি আমল

(অন্য একটি হাদীসে পাক রয়েছে:) যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে আল্লাহর যিকির করতে থাকে, যতক্ষণ না সূর্য উঁচু হয়, অতঃপর দুই রাকাত (ইশরাকের নামায) পড়ে, তাকে হজ ও ওমরার সওয়াব দেওয়া হবে। **(তিরমিযী, ২/১০০, হাদীস: ৫৮৬)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! আবারও এই মাদানী ফুল (উপদেশ) শুনে নিন যে, হজ ও ওমরার সওয়াব পাওয়া এক বিষয়, আর তা আদায় হওয়া অন্য বিষয়। সুতরাং, এর মানে এই নয় যে মুসলমানরা হজ ছেড়ে দেবে, শুধু ইশরাক পড়ে নেবে। এছাড়াও এই হাদীসে পাকে "মাবরুর হজ"-এর উল্লেখ রয়েছে।

যেমন, হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "হজ্বে মাবরুর"-এর অর্থ হলো: মকবুল হজ বা সেই হজ, যাতে কোনো গুনাহ করা হয়নি। **(আত-তাইসীর বিশারহি জামিউস সগীর, ২/১৫৮)**

খোদা হজ-এ মাবরুর কী দে সাআদাত
মদিনে কী করতা রহুঁ মেঁ যিয়ারত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) দুই হজ ও দুই ওমরার সওয়াব

যে ব্যক্তি রমযানুল মুবারকে দশ দিনের ইতেকাফ করল, সে যেন দুটি হজ ও দুটি ওমরা করল। **(শুআবুল ঈমান, ৩/৪২৫, হাদীস: ৩৯৬৬)** যেখানে মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত আছে: ইতেকাফকারীর জন্য প্রতিদিন একটি হজের সওয়াব রয়েছে।

(শুআবুল ঈমান, ৩/৪২৫, হাদীস: ৩৯৬৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে নেক কাজের নিয়ত খাঁটি মনে করা হয় এবং তারপর কোনো কারণে সেই আমল নাও হয়, আল্লাহ পাক সেই নিয়তের সওয়াব দান করেন। আসুন! আমরা এখনই নিয়ত করে নিই যে,

www.dawateislami.net

ইনশাআল্লাহ আগামী বছর পুরো রমযানুল মুবারকের, নতুবা অন্তত শেষ দশ দিনের ইতেকাফ করব। বরং সম্ভব হলে অন্যদেরকেও উৎসাহিত করে এর জন্য প্রস্তুত করুন। আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন:

দেখনা হ্যায় জো মিঠা মদিনা চলো
দ্বীনী মাহৌল মেঁ কর লো তুম ই'তিকাফ
দেখো মক্কে মদিনে কে তুম সুবহ ও শাম
দ্বীনী মাহৌল মেঁ কর লো তুম ই'তিকাফ
মান ভী যাও আত্তার কী ইলতিজা
দ্বীনী মাহৌল মেঁ কর লো তুম ই'তিকাফ

(ওয়াসায়েল-এ বখশিশ, পৃ. ৬৪৪, ৬৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) মসজিদে নববী শরীফে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে চলার সওয়াব

যে ব্যক্তি ওযু করে মসজিদে নববী শরীফে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে চলে, তাকে হজের সওয়াব দেওয়া হয়। যেমন, হুযুর তাজেদারে মদিনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ওযু করে আমার মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হয়, এটি তার জন্য একটি হজের সমান।"

(শুআবুল ঈমান, ৩/৪৯৯, হাদীস: ৪১৯১)

www.dawateislami.net

দাগ-এ ফুরকত-এ তাইবা কলব মুযমাহিল যাতা
কাশ গুম্বদ-এ খযরা দেখনে কো মিল যাতা
দিল পে জব কিরন পড়তী সবয সবয গুম্বদ কী
উস কী সবয রাংগত সে বাগ বন কে খিল যাতা
মওত লে কে আযাতী যিন্দেগী মদিনে মেঁ
মওত সে গলে মিল কর যিন্দেগী মেঁ মিল যাতা
খুলদ যার-এ তাইবা কা ইস তরহ সফর হোতা
পিছে পিছে সর যাতা আগে আগে দিল যাতা
উন কে দর পে আখতার কী হাসরাতেঁ হুর্য়ী পুরী
সায়েল-এ দর-এ আকদাস ক্যায়সে মুনফাইল যাতা

(২০) মুসলমানের অন্তর খুশি করা

সিলসিলায়ে আত্তারিয়া কাদেরিয়ার মহান বুযুর্গ হযরত আবু বকর কাত্তানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সারী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি চুরী (একটি সুস্বাদু খাবার) নিয়ে এলেন এবং অর্ধেক অন্য পাত্রে ঢালতে লাগলেন। আমি আরজ করলাম: "এটি আপনি কী করছেন? আমি তো এটি একবারেই খেয়ে ফেলব।" হযরত সারী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হেসে দিলেন এবং বললেন: "এটি (অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের অন্তরে খুশি প্রবেশ করানো) তোমার জন্য (নফল) হজের চেয়ে উত্তম।" **(ইহইয়াউল উলূম, ২/১৫)**

হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র উক্তি: কোনো মুসলমানের অন্তর খুশি করা ১০০ (নফল) হজের চেয়ে উত্তম। **(কিমীয়ায়ে সাআদাত, ২/৭৫১)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানের অন্তর খুশি করুন এবং প্রচুর প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন। তবে এটি মনে রাখবেন যে, যদি আল্লাহ না করুন, কারো অন্তর গুনাহ করার বা মাআযাল্লাহ! আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করার দ্বারা খুশি হয়, তাহলে এমন কাজে কারো কথা মানা যাবে না, কারণ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা-তে কারো আনুগত্য জায়েজ নেই।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রিয় দ্বীনী পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান। আমলকারী আশিকানে রাসূলের সান্নিধ্য অবলম্বন করলে নেকী করার ও গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা তৈরি হবে এবং প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে কাফেলায় সফর করুন, কারণ এর দ্বারা অগণিত সুন্নাত শিখতে পারবেন এবং বর্ণিত নেক কাজগুলোর উপর আমল করার সুযোগ ও আগ্রহ নসীব হবে।

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো
সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো
হ্যায় নবী কী নযর কাফেলে ওয়ালোঁ পর
পাওগে রাহাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো

(ওয়াসায়েল-এ বখশিশ, পৃ. ৬৬২, ৬৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দোয়া-এ-আত্তার: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
হজ না করেও হাজী ২
(১) ৭৫ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে ছায়া ৯
(২) প্রয়োজনের সময় সদকা করা ৯
(৩) মকবুল হজের সওয়াব অর্জনকারী কাজ ১০
মাকে একা ফেলে যাওয়া ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু ১১
(৪) মকবুল হজের সওয়াব ১৩
(৫) হজের সওয়াব লাভের আরেকটি আমল ১৪
(৬) দ্বীনি ইলম অর্জনের ফযিলত ১৫
(৭) সূরা ইয়াসীন শরীফের বরকত ১৬
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ১৭
(৮) গরীবদের হজ ১৮
(৯) একটি হজ ও একটি ওমরা ১৮
(১০) একশ হজের সওয়াব ১৯
(১১) যমীন ও আসমানের চাবিসমূহ ২১
(১২) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব ২২
(১৩) শনিবারের নফল নামায ২২
(১৪) মাগরিবের নামায জামাআত সহকারে ২৩
(১৫) প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে নেকী ২৩
(১৬) হজে মাবরুর ২৪
(১৭) হজ ও ওমরার সওয়াব অর্জনের আরেকটি আমল ২৪
(১৮) দুই হজ ও দুই ওমরার সওয়াব ২৫
(১৯) মসজিদে নববী শরীফে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে চলার সওয়াব ২৬
(২০) মুসলমানের অন্তর খুশি করা ২৭

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net